নজরুল তাঁর জাঁকালো সুর নিয়ে যেই দেখা দিলেন সেই মুহূর্তেই অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। কারণ হোল তাঁর স্বদেশী গানে মূক জনসাধারণ নিজেদের অব্যক্ত মনের ব্যক্ত পরিচয় খুঁজে পেল। গজল গান, হাসির গান, শ্যামাসঙ্গীত, বৈষ্ণব সঙ্গীত, ইসলামী সঙ্গীত ইত্যাদি রচনা করে ইতিমধ্যেই বাংলা গীতিকাব্যে নজরুলের যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

কবিতা গান ছাড়া গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক ইত্যাদি লিখেছেন। তবে এগুলির ওপর তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত নয়। 'সালেক', 'অগ্নিগিরি', 'হেনা', 'পদ্ম-গোখরো' গল্পগুলি গল্পপিপাসু বাঙালীকে একদিন তৃপ্ত করেছিল একথা বিস্মৃত হলে গল্প লেখক নজরুলের প্রতি সত্যিই অবিচার করা হবে। 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতী' যে কয়টি কথা বলেছিলেন সে কথাগুলি নজরুলের সমস্ত গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে বলা চলে :

> "গল্পগুলিতে বৈচিত্র্য আছে, সবগুলিই রোমান্স ; তাহাতে ব্যথার সুরই আগাগোড়া বাজিয়াছে। কাবুল, বেলুচিস্তান, সাহারার ক্যাম্প, এমনি নানা বিচিত্র জায়গার বিচিত্র দৃশ্য-মাধুরীতে ও সেখানকার আবহাওয়ায় গল্পগুলি ভারী মিঠা মসগুল হইয়া উঠিয়াছে। তবে গল্পগুলি কবিত্বের অত্যুগ্র উচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে এমনি ফ্যানাইয়া উঠিয়াছে যে তাহা এক-ঘেয়ে হইয়া রসভঙ্গ করিয়াছে। ভাষায় মুদ্রাদোষও মাঝে মাঝে আছে। নহিলে গল্পগুলি মন্দ নয়।" (শ্রাবণ ১৩২৯)

তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 'আলেয়া' উপন্যাসের মধ্যে 'মৃত্যু-ক্ষুধা' সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলা গদ্য কতটা কাব্য-গুণান্বিত হতে পারে, 'প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী' কি করে 'বিনিষ্ক্রান্তাসিকারিণী' সংহারকর্ত্রী মহাকালী হতে পারে তার প্রমাণ নজরুলের প্রবন্ধ-পুস্তকগুলি।

নজরুল-সাহিত্য যে একেবারে হীরের টুকরো তা নয়; ত্রুটিবিচ্যুতি অনেক আছে; অবশ্য সম্পূর্ণ ত্রুটিশূন্য প্রতিভা সাহিত্য সংসারে দুর্লভ। এ ত্রুটি কম বেশী পরিমাণে রবীন্দ্র-সাহিত্যে আছে, কালিদাস-কাব্যে আছে, জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে আছে। নজরুলের এমন কতকগুলি রচনা আছে যাতে শুধু হৈ চৈ আছে কবিত্ব নেই; এমন অনেক আছে যে প্রথমটা বেশ আরম্ভ হয়েছে কিন্তু শেষের দিকটা শব্দযোজনার দোষে মাটি

ব্যাধির কবলে আজ তিনি কবলিত। তাই নজরুলের কবি-জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি দেখে মনে হয়, এ যেন তেল ফুরোবার আগেই মহা-কালের নির্মম নিঃশ্বাসে তিনি নিবে গেলেন, শুধু পঁচিশ বছরে এক ঝলক জীবনের উল্লাস নিক্ষেপ করে গেলেন বাঙালীর চোখে ও তাঁর সাহিত্যে। আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যকে যাঁরা শ্রদ্ধা করেন ভালোবাসেন তাঁদেরকে নিজের গরজেই বই পড়তে হবে। কারণ এসব কাব্যের পাতা খুললে তাঁরা একজনের পরিচয় পাবেন যিনি প্রকৃতই কবি এবং প্রকৃত অর্থে শ্রেষ্ঠ কবি।

ফরাসী চিত্রশিল্পী দমিয়ের ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে কোন এক সমালোচক বলেছিলেন,—

"He was content to possess the street and to conquer the future."

নজরুল সম্পর্কেও একথা অসঙ্কোচে বলতে পারি। যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা ঐশ্বর্যশালী, যাঁরা আভিজাত্যগর্বী. যাঁরা গজদন্তমিনারে দিন কাটান তাঁদের কবি নজরুল নন। পথের মানুষ যারা, সেই অশিক্ষিত, উপেক্ষিত, দলিত জনসাধারণের কবি হলেন নজরুল। নজরুল নিজের রচনা সম্পর্কে নাকি বলেছিলেন,

"আমি উঁচু বেদীর উপর সোনার সিংহাসনে বসে কবিতা লিখিনি। যাদের মূক-মনের কথাকে আমি ছন্দ দিতে চেয়েছি, মালকোঁচা মেরে সেই তলার মানুষের কাছে নেমে গেছি। 'দাদারে' বলে দু'বাহু মেলে তারা আমায় আলিঙ্গন দিয়েছে। আমি তাদের পেয়েছি তারা আমায় পেয়েছে।"

তাই তাঁর সাহিত্যে তাঁকে দেখেছি শোষিত সর্বহারাদের প্রতিভূরূপে।

: হীরা মাণিক চাস্ নি ক' তুই
চাস্ নি ত' সাত ক্রোর,
একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র
ভরা অভাব তোর।

নজরুল-লিখিত ভূমিকা

গুণগ্রাহী নজরুল কিছু গুণের পরিচয় পেলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই গুণের উৎসাহ দিতেন। পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি অনেক গ্রন্থকারকে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর লিখিত ভূমিকা-সহ যে কয়খানি গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছিল তার মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমার চোখে পড়েছিল, তবে অনুমান করি তাঁর লিখিত অপরের বইয়ের ভূমিকা আরও কিছু রয়েছে যেগুলি সংগ্রহের অপেক্ষা রাখে।—

১. **স্মৃতিলেখা** (কাব্য)—খগেন ঘোষ।

২. **আয়না** (ব্যঙ্গাত্মক গল্প)—আবুল মনসুর আহমদ।

নজরুলের অনেক গান, কবিতা, প্রবন্ধ, রেকর্ডনাট্য নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে—এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। গ্রামাফোন ও বেতারের ফাইল ঘাঁটলে তার বহু গান পাওয়া যাবে। সেগুলি লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে উদ্ধার করে সাধারণের অধিগম্য হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি॥

নজরুল ও বাংলা-সাহিত্য

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম বাঙলা প্রতিভার এক অপূর্ব অবদান। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিক থেকে (১৯১৭ খ্রীঃ) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিক পর্যন্ত (১৯৪২ খৃঃ)—এই কয়টি বছর কাজী নজরুলের সাহিত্যিক জীবন। মাত্র পঁচিশ বছরের স্বল্প-পরিসর কবি-জীবনে তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে রেখে গেছেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মৃত্যুহীন স্বাক্ষর। আমাদের সাহিত্যে সে এক চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর অধ্যায়।

বাংলা-সাহিত্য তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু পাবার আশা করেছিল কিন্তু তাঁর কবি জীবনের পরিণতি হল বড় করুণ সুরে, দুরারোগ্য

চাইলি রে ঘুম শ্রান্তিহরা
একটি ছিন্ন মাদুর-ভরা,
একটি প্রদীপ আলো-করা
একটু কুটীর-দোর।
আস্‌ল মৃত্যু আস্‌ল জরা,
আস্‌ল সিঁদেল চোর।

(সর্বহারা : সর্বহারা)

: হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পা-হাত,
পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাত,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগল ধূলি,
তারাই মানুষ তারাই দেবতা, নাহি তাদের গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!
তুমি শুয়ে রবে তেতলার' পরে, আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে!

(সাম্যবাদী : সর্বহারা)

: জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমি-দার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ
মাটির মালিক তাঁহারাই হন—
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান।

(ফরিয়াদ : সর্বহারা)

: তোর হাঁড়ির ভাতে দিনেরাতে যে দস্যু দেয় হাত,
তোর রক্ত শুষে হ'ল বণিক হ'ল ধনীর জাত—
তাদের হাড়ে ঘুণ ধরাবে তোদেরই এই হাড়
তোর পাঁজরার ঐ হাড় হবে ভাই যুদ্ধের তলোয়ার!

আর এই জগদ্ব্যাপী দুঃখের মূলে দেখেছেন মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়। রাষ্ট্র ও সমাজের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের অবিচল ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী অক্লান্তভাবে অগ্নি উদ্গীরণ করে বিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের মত। কেননা—

: সত্য সেবিয়া দেখিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি।

ওয়াল্ট্ হুইটম্যানের মত তিনি বলেছেন, 'I have no chain, no church no philosophy.'—

: গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা—ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-ক্রীশ্চান।

এইখানে কবি ইকবালের রচনার সঙ্গে নজরুল-সাহিত্যের সব চেয়ে বড় প্রভেদ। ইকবাল সব সময় সজাগ যেন ইসলামের বাইরে কিছু লেখা না হয়। ইকবাল আগে মুসলমান পরে কবি, আর নজরুল আগে কবি পরে মুসলমান। তাই ইকবালের কবিতায় সাম্প্রদায়িকতার সুর বেশী কিন্তু নজরুলের সত্যিকারের কবিমন ছিল বলেই, শ্যামাসঙ্গীতের সাথে সাথে ইসলামী গান লিখেছেন। 'হিন্দু না ওরা মুসলিম' নজরুল-সাহিত্যের এটাই বড় কথা নয়, মানুষই সেখানে বড় কথা। মোটের উপর নজরুল হিন্দুর কবি নন, মুসলমানেরও কবি নন, তিনি হচ্ছেন মানুষের কবি।

প্রায়ই একটা অনুযোগ শোনা যায় যে, নজরুল-কাব্যে স্নিগ্ধ প্রেমের বা প্রকৃতির কবিতা নেই। এ অপবাদ যে কতটা মিথ্যা তা 'ছায়ানট', 'সিন্ধু-হিন্দোল,' 'চক্রবাক' কাব্যগুলির পাতা খুললে কান ও চোখ এদুটি ইন্দ্রিয়ই তৃপ্তি পায় প্রচুর।

নজরুলের সর্বাধিক কৃতিত্ব কবিতার চেয়ে গান রচনায়। এখানে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। তাই আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস নজরুল অজরামর হয়ে রইবেন তাঁর গানের জন্যে। কতিপয় জননেতার নেতৃত্বে বাঙলাদেশে যখন অসহযোগ আন্দোলনের বৃহত্তর বিপ্লব আরম্ভ হলো তখন প্রয়োজন হল দেশবাসীর জড়ত্ব ভাঙবার জন্যে তাদের কথা নিয়ে গান রচনা করার। সেদিনকার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের গান থাকলেও

তোরই মাঠে পানি দিতে আল্লাজী দেন মেঘ,
তোরই গাছে ফুল ফোটাতে দেন বাতাসের বেগ,
তোরই ফসল ফলাতে ভাই চন্দ্র সূর্য উঠে
আল্লার সেই দান আজি কি দানব খাবে লুটে ?

... ...

হাত তুলে তুই চা দেখি ভাই, অমনি পাবি বল,
তোর ধানে তোর ভরবে খামার নড়বে খোদার কল।

(ওঠ রে চাষী : নতুন চাঁদ)

: এক আল্লার সৃষ্টি সবাই, এক সেই বিচারক,
তাঁর সে লীলার বিচার করিবে কোন্ ধার্মিক বক ?
বকিতে দিব না বকাসুরে আর, ঠাসিয়া ধরিব টুঁটি।
এই ভেদ-জ্ঞানে হারায়েছি মোরা ক্ষুধার অন্ন-রুটি।
মোরা শুধু জানি, যার ঘরে ধন-রত্ন জমানো আছে,
ঈদ আসিয়াছে, জাকাত আজায় কবির তাদের কাছে।
এসেছি ডাকাত জাকাত লইতে পেয়েছি তাঁর হুকুম,
কেন মোরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিব, সহিব এই জুলুম ?

(ঈদের চাঁদ : নতুন চাঁদ)

এসব পড়ে বুঝতে পারি উপেক্ষিত অনাদৃত মহামানবকে কতখানি ভালবাসতেন তিনি। ভীষ্মের মত তিনি বলেছিলেন, 'ন হি মনুষ্যাৎ পরতরং কিঞ্চিৎ',—'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান।'

বুর্জোয়া সমাজ মানুষের জীবন নিয়ে যেখানে জুয়োখেলা খেলে সেখানে মানুষকে সত্যি সত্যি ভালবাসতে গেলে বিদ্রোহী না হয়ে উপায় নেই। নজরুলের কাব্যে এজন্যে বিদ্রোহের প্রচণ্ড সুর অনুভব করি। তাঁর রচনার মধ্যে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেরই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাদের অন্তরের কথাই তাঁর কাব্যে রূপ পেয়েছে। বিদেশী শাসন হতে মুক্তি-প্রচেষ্টার বিদ্রোহী এবং সংগ্রামী ভাবটাই তাঁর রচনার একটি বিশিষ্ট দিক। আত্মবিস্মৃত মানুষের আত্মচেতনা ও আত্মোপলব্ধি জাগানো তাঁর কাব্যের অন্যতম লক্ষ্য। মানুষের দুঃখকে সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছেন

হয়ে গেছে। তাঁর সুবিপুল প্রাণশক্তি সর্বগ্রাসী অনুভূতি এমন অনেক স্তবক ও পংক্তির সৃষ্টি করেছে যাতে শিল্প-রসিকরা মুগ্ধ হবেন অথচ কবি এধারে একেবারে উদাসীন। মিল, শব্দযোজনা, ব্যাকরণসঙ্গত অলঙ্কারাদির দিকে সাধকের মত দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি, যা মনে এসেছে তাই লিখে গেছেন। গ্যেটে বায়রণ সম্পর্কে বলেছিলেন, "The moment he reflects, he is a child." এদিক দিয়ে বায়রণের সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য ধরা পড়ে। এসব ত্রুটি নিয়ে বাংলা সাহিত্যের অমরাবতীতে অমরতার আসন তিনি পাবেন কিনা জানি না; তবে তিনি তাঁর সাহিত্য-সাধনাকে জাতির জীবন-দানেরই সাধন-মন্ত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন।